নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

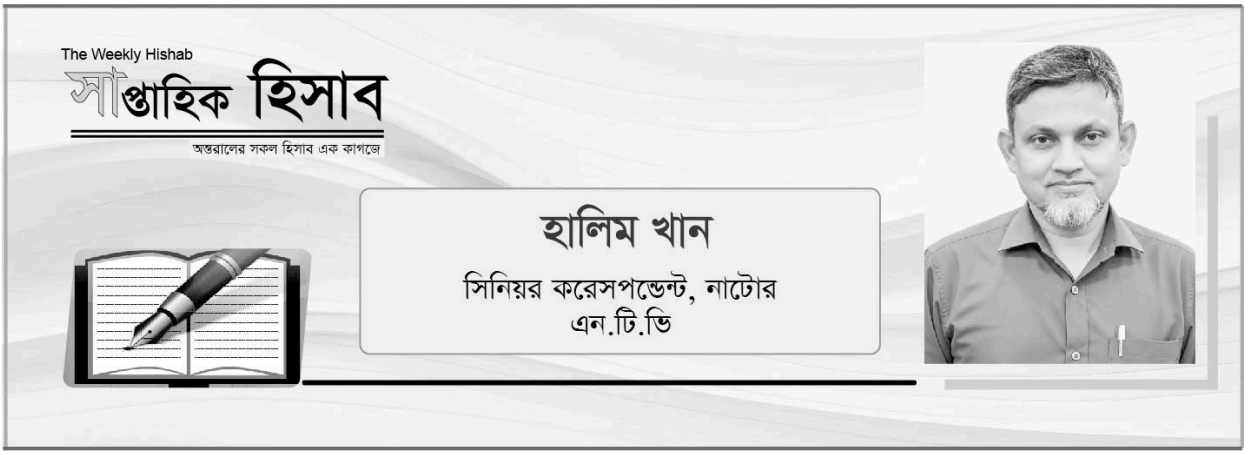
The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

গল্প-কবিতা

একজন সাংবাদিক জিএম ইকবাল হাসান

সাপ্তাহিক হিসাব এর ২৭জুলাই ১৯৯৭ইং সংখ্যায় এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। মরহুম জি এম ইকবাল হাসান ছিলেন সাপ্তাহিক হিসাব এর প্রতিষ্ঠাকালীন বার্তা সম্পাদক। মরহুম জি এম ইকবাল হাসান এর স্মরণে পূনঃ প্রকাশ করা হ'ল

হালিম খান প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৬ ৪ মিনিট পাঠ



জি এম ইকবাল হাসান।আপাদমস্তক একজন সাংবাদিক। সাংবাদিকতার শাখা প্রশাখায় বিচরণ করা যার নেশা ও পেশা ছিলো। সংবাদ লিখনির পাশাপাশি গল্পের মাধ্যমে নির্যাতিত মানুষের জীবন-জীবিকার করুণ কাহিনী উঠে এসেছে তার হাত ধরে। রম্য রচনা,ফিচার সহ যে কোন বিষয় তার কলমের ছোঁয়ায় হয়ে উঠতো অনবদ্য। পাঠকের চাহিদা-অনুঘটকের চাহিদা কি সব কিছু দ্রুত বোঝার সক্ষমতা ছিলো তার। ১৯৫৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পাবনার ঈশ্বরদীতে জন্ম নেয়া সংগ্রামী এই মানুটির শেষ সময়টা কেটেছে বেশ কষ্টে। ঢাকার সংবাদপাড়া ছেড়ে পারিবারিক টানে ছুটে আসেন নাটোরে। নাটোরে একই মঞ্চে কর্ম জীবন শুরু করে দীর্ঘ সাংবাদিকতায় তার সংস্পর্শে আসা সহকর্মিদের মাতিয়ে রাখতেন নিজগুনে। সেসময়ের অনেক নবীণ-তরুণ সাংবাদিক তার কাছ থেকে শিখেছে অনেক কিছু। কিছুটা অস্থির ইকবাল হাসান নানা টানাপোড়েনে আবার ছুটে যান রাজধানীতে। নাটোরে তিনি যে

প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন ঢাকায় গিয়ে সেই 'দৈনিক জনকন্ঠ' পত্রিকার ডেস্কে শুরু করেন নতুন কর্ম জীবন। পথ একটাই সংবাদ মাধ্যম। কারণ সাংবাদিকতা যাদের রক্তে মিশে যায় তারা অন্য পেশায় থিতি হতে পারেনা। ২০১৯ সালের ৪ জুন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জিএম ইকবাল হাসান সাংবাদিক হিসাবেই মৃত্যুবরণ করেছেন। জি এম ইকবাল হাসান কি মাপের লেখক ছিলেন, তার লেখা এই গল্পটি সেই স্মৃতিরই নমুনা মাত্র-

সাপ্তাহিক হিসাব এর ২৭জুলাই ১৯৯৭ইং সংখ্যায় এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। মরহুম জি এম ইকবাল হাসান ছিলেন সাপ্তাহিক হিসাব এর প্রতিষ্ঠাকালীন বার্তা সম্পাদক। মরহুম জি এম ইকবাল হাসান এর স্মরণে পূনঃ প্রকাশ করা হ'ল

উপেনরা আর কতকাল অপেক্ষা করিবে ?

জি এম ইকবাল হাসান ঃ বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন ও জমিও লইবো কিনে।" রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই পংক্তিটি জানেন না, এমন বাঙালী খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইবে। এই দেশে খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলে এখনও সহস্র উপেন আর শত শত বাবুর সন্ধান মিলিবে। কিন্তু তাহাদের কথা কে বলিবে? রবীন্দ্রনাথ তো আর ইহধামে নাই । এখনও পল্লীর নিভৃতে সহস্র উপেন চক্ষুর জল মুছিয়া সহায় সম্পদ বাবুদের হস্তে সমর্পন করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। তেমনি এক উপেনের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে- এই নাটোরের নিভৃতে। ধরা যাউক নিভৃত পল্লীটির নাম মোহনপুর।

মোহনপুরের দরিদ্র উপেনের নাম আমীর হোসেন। আমীর হোসেন রিক্সা টানিয়া রুটি রুজির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। তাহার পোষ্য এমন কিছুবেশী নহে। দুই সন্তান আর পত্নী লইয়া তাহার সংসার। রিক্সা টানিয়া যাহা পায়, তাহা দিয়া কোনক্রমে কায় ক্লেশে সংসারের চাকা ঘুরিয়া চলে। আমীরের মাতা তাহার সংসারেই ঠাই লইয়াছিল। কিন্তু বাঙালী সমাজ-সংসারের মন্দ ধারায় বধূ শাশুড়ীর সদ্ভাব হইল না । মাতা পৃথক ঠাঁই পাতিলেন । আমীর হোসেনের উভয় সঙ্কট। কেননা আমীর হোসেন যেখানে ঠাঁই পাতিয়াছে, সে জমিটি মাতার নামে। আবার বধুকে চটাইলে সংসার হয়না। তাই সে মাতাকে পৃথক থাকিবার পরামর্শ দিয়া নিজে তাহার দেখা শুনা করিতেছিল। কিন্তু ইহাতে বাধ সাধিলেন বাবু। ধরা যাউক বাবুর নাম জান মোহাম্মদ। জান মোহাম্মদ বিত্তবান। অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। তাহার চক্ষু পড়িয়াছে আমীরের মাতার ঐ একখন্ড জমিটির উপর। জান মোহাম্মদ মনে মনে ভাবিয়া বিরক্ত হইয়াছেন, তাহার সমূদ্রতূল্য সম্পদের মাঝখানে ইহা এক অসহনীয় প্রবাল। ইহাকে অপসারণ করিতে না পারিলে তাহার সম্পদ নীরবিচ্ছিন্ন হইতেছে না। আমীরের মাতার সম্পদটি হাতাইতে বাবু জান মোহাম্মদ চিরাচরিত কৌশল অবলম্বন করিলেন। আমীরের বধূ ও মাতার মধ্যকার বিরোধ বাড়াইয়া দিলেন। আর সেই সাথে আমীরের মাতার কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সে মধুতে জান

মোহাম্মদের স্বার্থের পোকা কিলবিল করিতেছিল। কিন্তু পল্লীর অশিক্ষিত বৃদ্ধা তাহার ঘোলা চক্ষুতে সে পোকা দেখিতে পারিলেন না। জান মোহাম্মদের চক্ষু আমীরের মাতার জমির উপর পড়িয়াছে। এই গুঞ্জন ধীরে ধীরে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। রিক্সাচালক আমীরের কর্ণেও গুঞ্জনের তরঙ্গ ভাসিয়া আসিল। সে শিহরিয়া উঠিল। এই জমি খন্ডটি জান মোহাম্মদ কিনিয়া লইলে সে কোথায় দাঁড়াইবে ? সরলচিত্ত আমীর গুঞ্জনের সত্যতা যাচাই করিতে সরাসরি জান মোহাম্মদকে প্রশ্ন করিল। জান মোহাম্মদ দুই কর্ণ অবধি অঙ্গুরী তুলিয়া জিহবায় কামড় খাইলেন। মুখে বলিলেন, “তওবা, তওবা, এমন অধর্মের কাজ কি আমি করিতে পারি। আমি ঐ জমি কিনিয়া লইলে তুই যে রাস্তায় দাঁড়াইবি। তুই আমার দেশের ছাওয়াল। আমার কি জমির অভাব পড়িয়াছে যে, তোকে রাস্তায় দাঁড় করাইব ?” ইহার পর দিন যায়, মাস যায়, বছর চলিয়া যায়। আমীর, বাবু জান মোহাম্মদের মুখ নিঃসৃত বচনে আশ্বস্থ হইয়া রহিয়াছে। এই দিকে জান মোহাম্মদ তাহার মাতার কর্ণে মধু ঢালিয়া ঢালিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহা এক্ষণে উপচাইয়া পড়িতেছে। পরিস্থিতি অনুকূলে দেখিয়া জান মোহাম্মদ একদা সকলের অলক্ষ্যে আমীরের মাতাকে ফুসলাইয়া তাহার জমি খন্ডটি রেজিষ্টি করিয়া লইলেন। খবরটি বেশী দিন চাপা থাকিল না। খবর শুনিয়া আমীর হোসেন সহ গ্রামের লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। সং স্কুল শিক্ষক বলিয়া পরিচিত বিত্তবান জান মোহাম্মদ বাবুর চরিত্রের পরিচয় পাইয়া গ্রামের মানুষ হতবাক হইয়াছে। ইহার পরও তারা আমীরের হইয়া বাবু জান মোহাম্মদের নিকট আরজী রাখিয়াছে, যাহাতে তিনি আমীরের মাতার জমিটি ফিরাইয়া দেন। কিন্তু বাবুর হৃদয় লইয়া যাহার জন্ম । তিনি উপেনের দুঃখ বুঝিবেন কেমন করিয়া। আরজী শুনিয়া স্মিত হাসিলেন জান মোহাম্মদ। ঘাড় ঝাঁকাইয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন যেন আমীরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি আকুল হইতেছেন । তাহার কুঞ্চিত কপাল আর ভাবনা দেখিয়া গ্রামের মানুষ মনে মনে পুলকিত হইতে লাগিল। ভাবিল, জান মোহাম্মদ হয়তো তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন। দীর্ঘক্ষণ আকাশ পাতাল ভাবিয়া জান মোহাম্মদ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। তাহার পর যেন চেতন পাইয়া বলিলেন, “ঠিক আছে, তোমরা যখন কহিতেছ, আমি ভাবিয়া দেখি কি করা যায়।” জান মোহাম্মদের সে ভাবনা অদ্যাবধি শেষ হয় নাই। তিনি ভাবিয়াই চলিয়াছেন । বাবুদের ভাবনা। সময় লাগিবেই। উপেনরা অপেক্ষা করিবেই। করিতেই হইবে। এ অপেক্ষার পালা শেষ হইবে কবে ?